ভোরের কাগজ

APR. 04 2002

অপহরণকারীদের হাতে স্কুলছাত্র শিহাবের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে এবং দোষীদের শাস্তির দাবিতে শিহাবের স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা গতকাল রাজধানীতে শোক মিছিল বের করে। পুলিশ মিছিলে বাধা দিলে মিছিলকারীরা মুক্তাঙ্গনে বসে পড়ে সমাবেশ করে –ভোরের কাগজ

মৃত্যুর আগে শিহাব বলেছিল-আমাকে ছেড়ে দাও তোমাদের কথা কাউকে বলবো না

খণ্ডিত দেহ সামনে নিয়ে জানাজা পড়া হলো

কাগজ প্রতিবেদক : রাজু যখন গলাটিপে ধরে তখন শিহাব প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে বলেছিল— 'আমি তোমাদের কথা কাউকে বলবো না'। কিন্তু অসহায় বালকের করুণ আর্তি ঘাতকদের মনে কোনো প্রতিক্রিয়াই ফেলেনি। উল্টো লিটন, নাসিম, সবুজ, সাইদ তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে ঠেসে ধরে রাখে। পিশাচ রাজু তার সাঁড়াশির মতো দুহাত দিয়ে চেপে ধরে শিহাবের গলা। মুহূর্তে তার দেহ নিস্তেজ হয়ে যায়। নিষ্ঠুর পৃথিবী ছেড়ে অসীমে লীন হয়ে যায় তার প্রাণ। শিহাবের সেদিনের সেই লাশ আজ টুকরো হাড়ের খণ্ড ছাড়া আর কিছুই। এই হাড়ের খণ্ডগুলোকে সামনে রেখে গতকাল বুধবার শত শত মানুষ জানাজায় অংশ নেয়। আর শিহাবের সহপাঠীরা হত্যার বিচারের দাবিতে বের করে বিশাল প্রতিবাদ মিছিল।

গত ৭ ফেব্রুয়ারি শিহাবকে অপহরণ করে যখন ১১ দলের নেত্রী জুলেখা মৃধার নির্বাচনী অফিসে নেওয়া হয় তখন সন্ধ্যা। অপহরণকারী দলের নেতা জুলেখার ভাই রাজু শিহাবকে জানিয়ে দেয় তাদের উদ্দেশ্য। শিহাব এ সময় তাদের কথা খুব একটা গুরুত্ব না দিয়ে ভেবেছিল বড়ো ভাই-বন্ধুরা ঠাট্টা করছে। কিন্তু ঘাতকদের ভাষা যখন কর্কশ হয়ে ওঠে তখন এক পর্যায়ে শিহাব মুষড়ে পড়ে। শিহাব এক পর্যায়ে বাধ্য হয়ে বলে দেয় বাসার টেলিফোন নম্বর ও বাসার মোবাইল নম্বর। তাছাড়া বাসায় কোথায় টাকা থাকে সেটাও বলে দেয়। শিহাব যখন বুঝতে পারে সে এখানে এসে আটকা পড়ে গেছে, তখন সে প্রথমে জোর করে বের হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু রাজু, লিটন, নাসিম, সবুজ, সাইদ তাকে জাপটে ধরে। ছোট্ট শিহাব তার ● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৭